বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক)

১৩৭-১৩৮, মতিঝিল বানিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
e-mail : info@bscic.gov.bd, Website : www.bscic.gov.bd

প্রস্তাবিত **"বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন আইন, ২০১৮"** এর চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে খসড়া আইনের উপর মতামত আহবান করা হচ্ছে। আপনার সুচিন্তিত মতামত নিম্ন ঠিকানায় (সরাসরি/ডাকযোগে) অথবা ই-মেইলে আগামী ৩০ জুন ২০১৮ তারিখের মধ্যে প্রেরণের জন্য অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

১) **মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্**
সচিব
শিল্প মন্ত্রণালয়
৯১, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
e-Mail: indsecy@moind.gov.bd

২) **মুশতাক হাসান মুঃ ইফতিখার**
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক)
১৩৭-১৩৮, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
e-Mail: chairman@bscic.gov.bd

(খসড়া আইন পরবর্তী পৃষ্ঠায়)

বিল নং............., ২০১৮

মাঝারি, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের অধিকতর উন্নয়ন ও প্রসার ত্বরান্বিত করিয়া পর্যাপ্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে জনগণের সার্বিক জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে
Bangladesh Small and Cottage Industries Corporation Act, 1957
(E.P. Act No. XVII of 1957) **রহিতক্রমে**
যুগপোযোগী করিয়া পুনঃপ্রণয়নের
উদ্দেশ্যে আনীত
বিল

যেহেতু মাঝারি, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের অধিকতর উন্নয়ন ও প্রসার নিশ্চিত করিয়া পর্যাপ্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে জনগণের সার্বিক জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে Bangladesh Small and Cottage Industries Corporation Act, 1957 (E.P. Act No. XVII of 1957) রহিতক্রমে যুগপোযোগী করিয়া পুনঃপ্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;
সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:-

প্রথম অধ্যায়
প্রারম্ভিক

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রয়োগ ও প্রবর্তন।- (১) এই আইন বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন আইন, ২০১৮ নামে অভিহিত হইবে।
(২) ইহা সমগ্র বাংলাদেশে প্রযোজ্য হইবে।
(৩) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।
২। সংজ্ঞা।- বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে-
(ক) **"বোর্ড"** অর্থ করপোরেশনের পরিচালনা বোর্ড;
(খ) **"অনুদান"** অর্থ গ্রহীতা কর্তৃক সরকার বা স্থানীয় বা বৈদেশিক দাতা সংস্থা হইতে প্রাপ্ত আর্থিক সহায়তা ও মঞ্জুরি, যাহা দাতা সংস্থাকে ফেরতযোগ্য নহে;
(গ) **"ঋণ"** অর্থ দাতা ও গ্রহীতার মধ্যে নীতিমালা বা কোন চুক্তির আওতায় আর্থিক বা মূল্যবান কোন জিনিস বিনিময়, যাহা নির্দিষ্ট মেয়াদের পর গ্রহীতা কর্তৃক দাতাকে সুদ-আসলে ফেরত প্রদানযোগ্য;
(ঘ)**"করপোরেশন"** অর্থ এই আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন;
(ঙ) **"ঋণ গ্রহীতা"** অর্থ এই আইনের অধীন করপোরেশনের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়াছে এইরূপ যে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ অথবা ব্যক্তি-শ্রেণি, নিগমবদ্ধ হউক (incorporated) বা না হউক, এবং অনুরূপ ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের উত্তরাধিকারী বা স্বত্বনিয়োগী (assignee);
(চ) **"কুটির শিল্প"** অর্থ শিল্পনীতির আলোকে এই আইনের অধীন সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা কুটির শিল্প হিসাবে নির্ধারিত শিল্প প্রতিষ্ঠান;
(ছ) **"ক্ষুদ্র শিল্প"** অর্থ শিল্পনীতির আলোকে এই আইনের অধীন সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা ক্ষুদ্র শিল্প হিসাবে নির্ধারিত শিল্প প্রতিষ্ঠান;
(জ) **"চেয়ারম্যান"** অর্থ করপোরেশনের পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান;
(ঝ) **"তফসিলভুক্ত ব্যাংক"** অর্থ Bangladesh Bank Order, 1972 (P.O. No. 127 of 1972) এর অধীন সংজ্ঞায়িত কোন schedule bank;
(ঞ) **"পরিচালক"** অর্থ পরিচালনা বোর্ডের কোন পরিচালক;
(ট) **"প্রবিধান"** অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান;

(ঠ) **''ব্যক্তি''** অর্থ স্বাভাবিক ব্যক্তিসহ নিবন্ধিত বা অনিবন্ধিত যে কোন কোম্পানি, ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান কিংবা একাধিক ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত কোন সমিতি বা সংঘ;

(ড) **''বিধি''** অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(ঢ) **''মাইক্রো শিল্প''** শিল্পনীতির আলোকে এই আইনের অধীন সরকার কর্তৃক সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, মাইক্রো শিল্প হিসাবে নির্ধারিত অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠান;

(ণ) **''মাঝারি শিল্প''** অর্থ শিল্পনীতির আলোকে এই আইনের অধীন সরকার কর্তৃক, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, মাঝারি শিল্প হিসাবে নির্ধারিত শিল্প প্রতিষ্ঠান;

(ত)**''সহযোগী করপোরেশন''** অর্থ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশনের কার্যক্রম বৃদ্ধিকল্পে উহার উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত কোন করপোরেশন, তবে নির্দিষ্ট এলাকা বা এলাকাসমূহে অথবা এক বা একাধিক নির্দিষ্ট শিল্প লইয়া ইহার কার্যক্রম পরিচালিত হইবে।

(থ) **''নির্ধারিত''** অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধিমালা বা প্রবিধানমালা দ্বারা নির্ধারিত;

(দ) **''শিল্পনীতি''** অর্থ সরকার কর্তৃক, সময় সময়, ঘোষিত শিল্পনীতি; এবং

(ধ) **"সহযোগী প্রতিষ্ঠান"** অর্থ ধারা ২৪ এ উল্লিখিত সহযোগী প্রতিষ্ঠান।

দ্বিতীয় অধ্যায়
করপোরেশনের প্রতিষ্ঠা এবং সংবিধিবদ্ধকরণ

৩। করপোরেশনের প্রতিষ্ঠা এবং সংবিধিবদ্ধকরণ।- (১) এই আইন প্রবর্তনের পর, যত শীঘ্র সম্ভব, ''বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন'' নামে একটি করপোরেশন প্রতিষ্ঠা করা হইবে।

(২) করপোরেশন বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন নামে একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে, যাহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সিলমোহর থাকিবে এবং এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার ও হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে, এবং উহার নামে উহা মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং উহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

৪। শেয়ার মূলধন এবং শেয়ারহোল্ডার।- (১) করপোরেশনের অনুমোদিত মূলধন প্রথম পর্যায়ে এক হাজার কোটি টাকা হইবে,যাহা প্রতিটি একশত টাকা মূল্যের দশ কোটি পরিশোধিত শেয়ারে বিভক্ত হইবে এবং করপোরেশন, সময় সময়, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে এইরূপ শেয়ার ইস্যু ও বরাদ্দ করিতে পারিবে।

(২) করপোরেশন, সময় সময়, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, অনুমোদিত মূলধন বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

(৩) সরকার করপোরেশনের শেয়ারহোল্ডার হইবে এবং করপোরেশন কর্তৃক যে কোন সময়ে ইস্যুকৃত শেয়ারের অন্যূন একান্ন ভাগ ধারণ করিবে; অবশিষ্ট শেয়ার জনসাধারণের ক্রয়ের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে।

৫। সরকার কর্তৃক নিশ্চয়তা।- (১) করপোরেশনের শেয়ারের উপর প্রদত্ত চাঁদা এবং উহার বাৎসরিক লভ্যাংশের ন্যূনতম পরিমাণ সম্পর্কে সরকার কর্তৃক নিশ্চয়তা প্রদান করা হইবে। করপোরেশনের যে কোন শেয়ার ইস্যুর পূর্বে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, সরকার প্রতিটি শেয়ারের উপর প্রদেয় লভ্যাংশের ন্যূনতম হার নির্ধারণ করিবে এবং করপোরেশন বাৎসরিক ও নিয়মিতভাবে শেয়ারহোল্ডারগণকে লভ্যাংশ প্রদান করিবে যাহা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারের কম হইবে না। যদি কোন সময় করপোরেশন বিলুপ্ত হয়, তাহা হইলে শেয়ারহোল্ডারগণকে প্রতিটি শেয়ারের পরিশোধিত ন্যূনতম ক্রয়মূল্য (subscribed) পরিশোধ করিতে হইবে।

(২) ট্রাস্ট আইন, ১৮৮২ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, করপোরেশনের শেয়ার এবং ডিবেঞ্চার ''অনুমোদিত জামানত '' বলিয়া গণ্য হইবে।

৬। করপোরেশনের কার্যালয়।- (১) ঢাকায় করপোরেশনের প্রধান কার্যালয় থাকিবে।

(২) করপোরেশন, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, বিভাগীয় পর্যায়ে আঞ্চলিক কার্যালয় এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে শিল্প সহায়ক কেন্দ্রসহ শাখা কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।

৭। ব্যবস্থাপনা।- (১) করপোরেশনের সাধারণ নির্দেশনা ও প্রশাসন এবং উহার কার্যাবলী একটি পরিচালনা বোর্ডের উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং করপোরেশন যে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য ও বিষয় সম্পাদন করিতে পারিবে। পরিচালনা বোর্ডও সেই সকল ক্ষমতা প্রয়োগ এবং কার্য ও বিষয় সম্পাদন করিতে পারিবে।

(২) পরিচালনা বোর্ড বাণিজ্যিক বিবেচনায় উহার কার্যাবলী সম্পাদন করিবে এবং নীতির প্রশ্নে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত নীতিমালা দ্বারা পরিচালিত হইবে, নীতির প্রশ্ন কি না তদবিষয়ে উহার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

৮। বোর্ড গঠন।- (১) সরকার কর্তৃক নিযুক্ত সাত জন সদস্যের সমন্বয়ে পরিচালনা বোর্ড গঠিত হইবে।

৯। পরিচালকগণের মেয়াদ।- প্রত্যেক পরিচালক-

(ক) করপোরেশনের একজন সার্বক্ষণিক কর্মকর্তা হইবেন;

(খ) পরিচালনা বোড কর্তৃক , প্রবিধান দ্বারা, যেরূপ দায়িত্ব অর্পণ করিবে, সেইরূপ দায়িত্ব পালন করিবেন;

(গ) দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বে, করপোরেশন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সহযোগী প্রতিষ্ঠান ব্যতীত, অন্য যে কোন করপোরেশন, কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠানের পরিচালকের পদ বা প্রাপ্ত স্বার্থ ত্যাগ করিবেন;

(ঘ) ধারা ১২ এর বিধান সাপেক্ষে, তিন বৎসর মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন এবং সরকার কর্তৃক নির্ধারিত এক বা একাধিক মেয়াদে পুনঃ নিয়োগের যোগ্য হইবেন; এবং

(ঙ) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুবিধাদি প্রাপ্য হইবেন।

১০। চেয়ারম্যানের নিয়োগ, মেয়াদ, ইত্যাদি।- (১) সরকার, পরিচালকগণের মধ্য হইতে একজনকে পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসাবে নিয়োগ করিবে, যিনি করপোরেশনের প্রধান নির্বাহী হইবেন।

(২) চেয়ারম্যান, পরিচালক পদে বহাল থাকা সাপেক্ষে,-

(ক) তিন বৎসর মেয়াদে স্ব-পদে বহাল থাকিবেন;

(খ) তাহার উত্তরসূরী নিয়োগপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত, স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন; এবং

(গ) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত এক বা একাধিক মেয়াদের জন্য পুনঃ নিয়োগের যোগ্য হইবেন।

১১। অর্থ পরিচালক ।- সরকার পরিচালকগণের মধ্য হইতে একজনকে অর্থ-পরিচালক হিসাবে নিয়োগ করিবে, যিনি বিধিমালা দ্বারা নির্ধারিত ক্ষমতা প্রয়োগ এবং দায়িত্ব পালন করিবেন।

১২। পরিচালকগণের অযোগ্যতা।- (১) কোন ব্যক্তি করপোরেশনের পরিচালক পদে নিয়োগের যোগ্য হইবেন না বা পরিচালক পদে বহাল থাকিবেন না, যদি তিনি-

(ক) বাংলাদেশের নাগরিক না হন;

(খ) যে কোন সময় নৈতিক স্খলনের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হন বা হইয়া থাকেন;

(গ) যে কোন সময় আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হন বা হইয়া থাকেন;

(ঘ) উন্মাদ বা অপ্রকৃতিস্থ হন;

(ঙ) যে কোন সময় প্রজাতন্ত্রের চাকরিতে নিয়োগের অযোগ্য হন বা অযোগ্য হইয়া থাকেন, অথবা চাকরি হইতে বরখাস্ত হন; বা

(চ) অপ্রাপ্ত বয়স্ক হন।

(২) সরকার, লিখিত আদেশ দ্বারা, চেয়ারম্যান অথবা কোন পরিচালককে অপসারণ করিতে পারিবে, যদি তিনি-

(ক) এই আইনের অধীন দায়িত্ব পালনে অস্বীকৃতি জানান বা ব্যর্থ হন, অথবা সরকারের মতে, এই আইনের অধীন দায়িত্ব পালনে অক্ষম হন;

(খ) সরকারের মতে, চেয়ারম্যান বা পরিচালক হিসাবে তাহার পদের অপব্যবহার করেন;

(গ) জ্ঞাতসারে, সরকারের লিখিত অনুমতি ব্যতীত, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, অথবা অংশীদারের মাধ্যমে,

(অ) করপোরেশন কর্তৃক বা ইহার পক্ষে সম্পাদিত কোন চুক্তি বা দায়িত্ব পালনকালে কোন শেয়ার বা স্বার্থ ধারণ বা অর্জন করেন; বা

(আ) এইরূপ কোন সম্পত্তি অর্জন বা ধারণ করেন, যাহা করপোরেশনের পরিচালনার ফলে উক্তরূপ সুবিধা অর্জিত হইয়াছে বা অর্জিত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে;

(ঘ) চেয়ারম্যানের ক্ষেত্রে, সরকার কর্তৃক ছুটি মঞ্জুর ব্যতিরেকে, পর পর তিনটি বোর্ড সভায় অনুপস্থিত থাকেন; বা

(ঙ) পরিচালকের ক্ষেত্রে, চেয়ারম্যান কর্তৃক ছুটি মঞ্জুর ব্যতিরেকে, পর পর তিনটি বোর্ড সভায় অনুপস্থিত থাকেন।

১৩। শূন্যতা, ইত্যাদির কারণে পরিচালনা বোর্ডের কার্য বা কার্যধারা অবৈধ না হওয়া।- কেবল কোন পদে শূন্যতা অথবা বোর্ড গঠনে ত্রুটির কারণে পরিচালনা বোর্ডের কোন কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না।

১৪। পরিচালনা বোর্ডের সভা।- (১) পরিচালনা বোর্ডের সভা, প্রবিধানমালা দ্বারা নির্ধারিত সময়ে ও স্থানে অনুষ্ঠিত হইবে।

(২) পরিচালনা বোর্ড প্রতিমাসে অন্যূন একটি সভা অনুষ্ঠান করিবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন প্রবিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত, চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে ও স্থানে পরিচালনা বোর্ডের সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(৪) পরিচালনা বোর্ডের সভায় কোন কার্যসম্পাদনের নিমিত্ত অন্যূন তিনজন পরিচালকের উপস্থিতিতে সভার কোরাম হইবে।

(৫) পরিচালনা বোর্ডের চাহিদা অনুযায়ী করপোরেশনের প্রধান কার্যালয়ে কর্মরত প্রত্যেক জেনারেল ম্যানেজার, তাহার দায়িত্বের আওতাভুক্ত বিষয়ে ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য পরিচালনা বোর্ডের সভায় উপস্থিত থাকিতে এবং সভার সংশ্লিষ্ট আলোচ্য বিষয়ে অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন।

(৬) চেয়ারম্যান ও প্রত্যেক পরিচালকের একটি করিয়া ভোটাধিকার থাকিবে, তবে সমান সংখ্যক ভোটের ক্ষেত্রে চেয়ারম্যানের একটি দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের অধিকার থাকিবে।

(৭) পরিচালনা বোর্ডের সকল সভায় চেয়ারম্যান সভাপতিত্ব করিবেন, এবং তাহার অনুপস্থিতিতে, এতদুদ্দেশ্যে তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন পরিচালক, এবং অনুরূপ ক্ষমতা প্রদান করা না হইলে উপস্থিত পরিচালকগণের মধ্য হইতে নির্বাচিত কোন ব্যক্তি সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৮) প্রত্যেক সভার কার্যবিবরণীতে, অন্যান্য বিষয় উল্লেখপূর্বক, সভায় অংশগ্রহণকারী উপস্থিত সকলের নাম লিপিবদ্ধ করা হইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে রক্ষিত বহিতে লিপিবদ্ধ (record) করা হইবে, এবং উহা সভায় সভাপতিত্বকারী ব্যক্তি কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইবে, এবং অনুরূপ বহি, যে কোন যুক্তিসঙ্গত সময়ে এবং বিনা খরচে, যে কোন পরিচালক বা সভায় অংশগ্রহণকারী যে কোন ব্যক্তি কর্তৃক পরিদর্শনের জন্য উন্মুক্ত থাকিবে।

১৫। করপোরেশনের কর্মচারী নিয়োগ, ইত্যাদি।- (১) করপোরেশন ইহার কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে।

(২) করপোরেশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়োগ ও চাকরির শর্তাবলী প্রবিধানমালা দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(৩) করপোরেশন উহার কর্মকান্ড দক্ষতার সহিত সম্পাদনের জন্য, প্রবিধানমালা দ্বারা নির্ধারিত শর্ত সাপেক্ষে, পরামর্শক, উপদেষ্টা এবং মামলা পরিচালনা ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আইনগত মতামত প্রদানের জন্য আইন উপদেষ্টা ও প্যানেলভুক্ত আইনজীবী নিয়োগ বা নিযুক্ত করিতে পারিবে।

১৬। কারিগরি উপদেষ্টা কমিটি।- (১) করপোরেশন, আর্থিক সহায়তা লাভের উদ্দেশ্যে করপোরেশনের নিকট পেশকৃত কোন প্রকল্পের উপর, অথবা পরিচালনা বোর্ড কর্তৃক কমিটির নিকট মতামতের জন্য প্রেরিত অন্য কোন বিষয়ে কারিগরি পরামর্শ প্রদানের জন্য বিশেষজ্ঞগণের সমন্বয়ে এক বা একাধিক কারিগরি উপদেষ্টা কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

(২) কারিগরি উপদেষ্টা কমিটির গঠন ও কর্মপরিধিসহ অন্যান্য বিষয়াদি করপোরেশনের প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(৩) কারিগরি উপদেষ্টা কমিটির সভায় বিবেচ্য কোন প্রকল্প বা বিষয়ের সহিত উক্ত কমিটির কোন সদস্যের পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ স্বার্থ জড়িত থাকিলে, তিনি উহা লিখিতভাবে উক্ত কমিটির আহবায়ককে অবহিত করিবেন এবং উক্ত সভায় অংশগ্রহণ করা হইতে বিরত থাকিবেন।

১৭। তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে বিধি-নিষেধ।- (১) আর্থিক সহায়তা লাভের জন্য আবেদনকারী কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য অথবা কারিগরি উপদেষ্টা কমিটিকে অবহিত করা হইয়াছে এইরূপ কোন তথ্য, অনুরূপ আবেদনকারীর লিখির সম্মতি ব্যতিরেকে, উক্ত কমিটির কোন সদস্য প্রকাশ করিতে বা ব্যবহার করিতে পারিবেন না।

(২) যদি কারিগরি উপদেষ্টা কমিটির কোন সদস্য উপ-ধারা (১) এর বিধান লঙ্ঘন করেন, তাহা হইলে উক্ত সদস্যের বিরুদ্ধে প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।

১৮। জমা (Deposits)।- করপোরেশন, সরকার কর্তৃক অনুমোদিত শর্তে এবং নির্ধারিত পরিমাণে জমা গ্রহণ করিতে পারিবে।

১৯। গচ্ছিত আমানতের হিসাব (Deposits accounts)।- করপোরেশন যে কোন অনুমোদিত তফসিলভুক্ত ব্যাংকে জমা হিসাব খুলিতে পারিবে।

২০। তহবিল বিনিয়োগ।- করপোরেশন উহার তহবিল নিরাপত্তা জামানত (securities) বা বিধিমালা দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোন পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করিতে পারিবে।

২১। ঋণ গ্রহণের ক্ষমতা, ইত্যাদি।- (১) করপোরেশন, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, উহার চলতি মূলধন (working capital) সংগ্রহের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সুদের হারে বন্ড ও ডিবেঞ্চার ইস্যু করিতে পারিবে এবং বিক্রয় করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ ইস্যুকৃত বন্ড এবং ডিবেঞ্চারের মাধ্যমে প্রাপ্ত বকেয়া এবং জামানত ও অবলিখন চুক্তির ক্ষেত্রে করপোরেশনের অনাদায়ী এবং সম্ভাব্য দায়ের পরিমাণ কখনও পাঁচশত কোটি টাকা অথবা সরকার কর্তৃক,সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা,নির্ধারিত পরিমাণের অধিক হইবে না।

(২) করপোরেশনের বন্ড ও ডিবেঞ্চার (bond & debenture) আসল এবং সুদ পরিশোধের ক্ষেত্রে বন্ড ও ডিবেঞ্চার ইস্যুর সময় সরকার কর্তৃক যেরূপ নির্ধারিত হইয়াছিল সেইরূপ হারে সরকার কর্তৃক নিশ্চয়তা প্রদান করা হইবে।

(৩) করপোরেশন, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, ঋণ গ্রহণ করিতে পারিবে।

২২। করপোরেশনের কার্যাবলী।- (১) বাংলাদেশকে একটি স্থিতিশীল ও উন্নয়নশীল দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে করপোরেশন ক্ষুদ্র, মাঝারি, মাইক্রো ও কুটির শিল্প সম্পর্কিত সরকারের শিল্পনীতি বাস্তবায়ন করিবে এবং ক্ষুদ্র, মাঝারি, মাইক্রো ও কুটির শিল্পের উন্নয়নের লক্ষ্যে যেইরূপ প্রয়োজন মনে করিবে সেইরূপ সহায়তা প্রদানে পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে।

(২) বিশেষতঃ এবং পূর্বোক্ত ক্ষমতার সামগ্রিকতা ক্ষুণ্ণ না করিয়া, করপোরেশন এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে-

(ক) ক্ষুদ্র, মাঝারি, মাইক্রো ও কুটির শিল্প উদ্যোক্তাগণকে ঋণ প্রদান করিবে;

(খ) ক্ষুদ্র, মাঝারি, মাইক্রো ও কুটির শিল্পের উন্নয়নে সহযোগী করপোরেশন এবং বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং সমবায় ব্যাংক ও সমিতিসমূহকে ঋণ প্রদান করিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, দফা (ক) এবং (খ) এর অধীন প্রদত্ত ঋণ বা জামানত অনুর্ধ্ব কুড়ি বৎসরের মধ্যে পরিশোধযোগ্য হইবে;

(গ) ক্ষুদ্র, মাঝারি, মাইক্রো ও কুটির শিল্প উন্নয়নে সেবামূলক, সহায়ক ও পোষক সংস্থা হিসাবে কার্যাবলী সম্পাদন করিবে ;

(ঘ) ক্ষুদ্র, মাঝারি, মাইক্রো ও কুটির শিল্পের উন্নয়নে এতদ্‌সংক্রান্ত নীতিমালার আলোকে বাংলাদেশ ব্যাংক, বাণিজ্যিক ব্যাংক বা অন্য কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে ঋণ গ্রহণ এবং ঋণ প্রবিধানমালা ও এতদ্‌সংক্রান্ত নীতিমালার আলোকে ঋণ প্রদান করিবে;

(ঙ) (১) গবেষণা, প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তি উন্নয়ন ও যান্ত্রিকীকরণের পরিকল্পনাসহ ক্ষুদ্র, মাঝারি, মাইক্রো ও কুটির শিল্প উন্নয়নের জন্য প্রকল্প প্রণয়ন এবং সরকারের অনুমোদনের জন্য পেশ করিবে;

(২) অনুরুপ প্রকল্পসমূহ, সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার পর, উহা নিজে বা কোন সহযোগী করপোরেশন বা পাবলিক কোম্পানি কর্তৃক বাস্তবায়িত করিবার জন্য অগ্রসর হইবে।

(৩) অনুরূপ সহযোগী প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং এজেন্ট হিসাবে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, উহাদের পরিচালনা বোর্ডে প্রতিনিধিত্ব করিবে;

(৪) জনসাধারণের ক্রয়ের জন্য (Public Subscription) উক্ত সহযোগী করপোরেশন এবং কোম্পানী কর্তৃক যাচিত মূলধন ইস্যু করিতে পারিবে;

(৫) যদি অনুরূপ মূলধনের কোন অংশ ইস্যুর তারিখ হইতে চার মাস সময় অবিক্রীত (unsubscribed) থাকে, তাহা হইলে অনুরূপ অংশ ক্রয় করিতে পারিবে ;

(৬) অনুরূপভাবে ইস্যুকৃত মূলধনের সম্পূর্ণ বা অংশবিশেষ অবলিখন করিবে;

(৭) করপোরেশন উপ-দফা (৬) এ বর্ণিত ক্রীত শেয়ার বিক্রয় বা হস্তান্তর করিতে পারিবে; তবে শর্ত এই যে, সরকারের পূর্বানুমোদন ব্যতীত এইরূপ বিক্রয় বা হস্তান্তর বাজার মূল্যের নিম্নে বা প্রকৃত শেয়ার মূল্যের কম হইবে না ;

(চ) ক্ষুদ্র, মাঝারি, মাইক্রো ও কুটির শিল্প উন্নয়নের জন্য বিপণন, প্রসার, প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও ব্যবহার, মানবসম্পদ উন্নয়ন, সুরক্ষা প্রদান, ইত্যাদি সংক্রান্ত গবেষণা পরিচালনা করিবে;

(ছ) ক্ষুদ্র, মাঝারি, মাইক্রো ও কুটির শিল্পে নিয়োজিত কর্মীকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে;

(জ) করপোরেশন ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্তৃক উৎপাদিত পণ্য বিপণনের ব্যবস্থা করিবে ;

(ঝ) ` করপোরেশন ক্ষুদ্র, মাঝারি, মাইক্রো ও কুটির শিল্পের জন্য কাঁচামাল সরবরাহ এবং উক্ত উৎপাদিত পণ্য সংরক্ষণের জন্য গুদামের ব্যবস্থা করিবে; এবং ক্ষুদ্র, মাঝারি, মাইক্রো ও কুটির শিল্পকে সাধারণ সহায়তা প্রদানের জন্য সাধারণ সহায়তা কেন্দ্র (Common Facilitation Centre) প্রতিষ্ঠা করিবে; এবং

(ঞ) করপোরেশন নিজে বা কোন সহযোগী করপোরেশন, পাবলিক কোম্পানি, অংশীদার বা ব্যক্তির সহযোগিতায় অগ্রাধিকারভুক্ত খাতে সরকারের পুর্বানুমোদনক্রমে ক্ষুদ্র, মাঝারি, মাইক্রো ও কুটির শিল্প স্থাপনের জন্য প্রকল্প প্রণয়ন করিবে, এবং বাস্তবায়নের পর সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে ও তদকর্তৃক শর্তে উহার মালিকানা সহযোগী করপোরেশনের যে কোন ইউনিট, পাবলিক কোম্পানি, অংশীদারী ফার্ম বা ব্যক্তির নিকট মূল্যের বিনিময়ে হস্তান্তর করিতে পারিবে।

ব্যাখ্যা।- করপোরেশন মঞ্জুরী হিসাবে ঋণ প্রদান করিতে পারিবে,এবং উহা কারখানা নির্মাণ, আবাসিক ভবন, বা যান্ত্রিক সরঞ্জাম এবং কাঁচামাল হিসাবে কিস্তি বন্দিতে (Hire Purchase) হইতে পারে;

(ট) ক্ষুদ্র, মাঝারি, মাইক্রো ও কুটির শিল্পের জন্য বিনিয়োগ তফসিল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করিবে ;

(ঠ) ক্ষুদ্র, মাঝারি, মাইক্রো ও কুটির শিল্প স্থাপনে সহায়তা প্রদান করিবে;

(ড) রুগ্ন ক্ষুদ্র, মাঝারি, মাইক্রো ও কুটির শিল্পকে সহায়তা প্রদান করিবে ;

(ঢ) ক্ষুদ্র, মাঝারি, মাইক্রো ও কুটির শিল্পকে নিবন্ধন প্রদান করিবে;

(ণ) শিল্প উপাত্ত সংগ্রহ, একত্রীকরণ ও বিশ্লেষণ এবং ক্ষুদ্র, মাঝারি, মাইক্রো ও কুটির শিল্পের ক্ষেত্রে নীতিমালা প্রণয়নের লক্ষ্যে সরকারকে সহায়তা প্রদানের জন্য উপাত্ত ব্যাংক (Data Bank) প্রতিষ্ঠা করিবে;

(ত) শিল্প উদ্যোক্তাগণকে ক্ষুদ্র, মাঝারি, মাইক্রো ও কুটির শিল্প সম্পর্কিত তথ্য সরবরাহে সহায়তা করিবে;

(থ) ক্ষুদ্র, মাঝারি, মাইক্রো ও কুটির শিল্প কর্তৃক উৎপাদিত পণ্য দেশী ও বিদেশী বাজারে প্রবেশাধিকার, বাজারজাতকরণসহ উন্নত বিপণন ব্যবস্থা তৈরির মাধ্যমে বিপণনে সার্বিক সহায়তা প্রদান করিবে;

(দ) ক্ষুদ্র, মাঝারি, মাইক্রো ও কুটির শিল্পের উন্নয়নের লক্ষ্যে উৎপাদন পদ্ধতি এবং প্রযুক্তি উন্নয়ন করিবে;

(ধ) বৃহৎ ও মাঝারী শিল্পে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পজাত পণ্য সরবরাহের লক্ষ্যে বৃহৎ ও মাঝারী শিল্পের সহিত ক্ষুদ্র, মাইক্রো ও কুটির শিল্পের ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপন এবং চুক্তিবদ্ধ হইতে সহায়তা প্রদান করিবে ;

(ন) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, প্রয়োজনে, এককখাত ভিত্তিক (monotype) শিল্পাঞ্চল গড়িবার লক্ষ্যে নির্দিষ্ট এলাকা চিহ্নিতকরণ তথা শিল্পনগরী, শিল্প পার্ক, মনোটাইপ শিল্প নগরী এবং হস্ত ও কুটির শিল্প পল্লী প্রতিষ্ঠা করিবে;

(প) করপোরেশন কর্তৃক বাস্তবায়িত শিল্প নগরী, শিল্প পার্ক , শিল্প পল্লী ও শিল্প জোনে অন্তর্ভূক্ত স্থান ও প্লট শিল্প উদ্যোক্তাদের মাঝে বরাদ্দ প্রদান করিব;

(ফ) ক্ষুদ্র, মাঝারি, মাইক্রো ও কুটির শিল্পে অবকাঠামোগত সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করিবে;

(ব) নকশাকেন্দ্র এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন করিবে;

(ভ) ক্ষুদ্র, মাঝারি, মাইক্রো ও কুটির শিল্পের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক, বাণিজ্যিক ব্যাংক বা অন্য কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সহিত যৌথভাবে বিনিয়োগ তফসিল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করিবে;

(ম) ক্ষুদ্র, মাঝারি, মাইক্রো ও কুটির শিল্প স্থাপনে বাংলাদেশ ব্যাংক, বাণিজ্যিক ব্যাংক বা অন্য কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে আর্থিক সহায়তা প্রাপ্তির লক্ষ্যে উদ্যোক্তাগণকে ব্যবসা পরিকল্পনা, প্রকল্প প্রস্তাব, ঋণ সংক্রান্ত আবেদনপত্রসহ এতদ্‌সংক্রান্ত অন্যান্য দলিলাদি প্রণয়নে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করিবে;

(য) ক্ষুদ্র, মাঝারি, মাইক্রো ও কুটির শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করা, ব্যবসা রূপান্তর ক্ষেত্রমত, মূলধন সংগ্রহে আর্থিক সহায়তা প্রাপ্তির লক্ষ্যে ব্যবসা পরিকল্পনা, প্রকল্প প্রস্তাব, ঋণ সংক্রান্ত আবেদনপত্রসহ এতদ্‌সংক্রান্ত অন্যান্য দলিলাদি প্রণয়নে বিশেষজ্ঞ পরামর্শ প্রদানসহ প্রয়োজনীয় অন্যান্য সহায়তা প্রদান করিবে;

(র) ক্ষুদ্র, মাঝারি, মাইক্রো ও কুটির শিল্প ব্যবসা সহায়ক সেবা সহজলভ্য করিবে;

(ল) ক্ষুদ্র, মাঝারি, কুটির ও মাইক্রো শিল্পের গুচ্ছ (cluster) উন্নয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে;

(শ) ক্ষুদ্র, মাঝারি, কুটির ও মাইক্রো শিল্পের প্রযুক্তিগত উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান “Technology Incubator Centre” হিসেবে দক্ষতা অর্জন ও দায়িত্ব পালন করিবে;

(ষ) সরকার কর্তৃক, সময় সময়, প্রদত্ত নির্দেশনা বাস্তবায়ন করিবে;

(স) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রয়োজনীয় অন্যান্য কার্য ও বিষয়াদি সম্পাদন করিবে;

৩। কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এর ধারা ১১৬ এ উল্লিখিত কোন কিছুই করপোরেশনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

২৩। গবেষণা, প্রশিক্ষণ বা কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সহিত চুক্তি সম্পাদন।- ক্ষুদ্র, মাঝারি, মাইক্রো ও কুটির শিল্পে নিয়োজিত জনবলকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করিবার লক্ষ্যে করপোরেশন, এতদ্‌সংক্রান্ত গবেষণা, প্রশিক্ষণ বা কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষুদ্র, মাঝারি, মাইক্রো বা কুটির শিল্পের সহিত ত্রি-পাক্ষিক চুক্তি সম্পাদন করিতে পারিবে।

২৪। সহযোগী প্রতিষ্ঠান গঠন।- (১) করপোরেশন, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ক্ষুদ্র, মাঝারি, মাইক্রো ও কুটির শিল্পের কার্যক্রম বৃদ্ধিকল্পে সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসাবে কোম্পানি, ট্রাস্ট, ফাউন্ডেশন ও সমবায় সমিতি গঠন করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোম্পানি, ট্রাস্ট, ফাউন্ডেশন ও সমবায় সমিতি এতদ্‌বিষয়ে বিদ্যমান আইন, বিধি ও নীতি দ্বারা গঠিত ও পরিচালিত হইবে।

(৩) করপোরেশন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব তহবিল অথবা কোন সহযোগী প্রতিষ্ঠান হইতে প্রাপ্ত অর্থ বিনিয়োগ এবং সহযোগী প্রতিষ্ঠান ধারণ ও হস্তান্তর করিতে পারিবে।

(৪) করপোরেশন সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের মূলধন সহযোগী প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করিতে পারিবে এবং সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্পের জনবল, দায়-দেনাসহ, কোম্পানি, ট্রাস্ট ও ফাউন্ডেশনে হস্তান্তর, স্থানান্তর, নিয়োগ, আত্মীকরণ করিতে পারিবে।

২৫। ক্ষুদ্র, মাঝারি, মাইক্রো ও কুটির শিল্পের নিবন্ধন, ইত্যাদি।- (১) কোন ব্যক্তি যিনি ক্ষুদ্র বা কুটির শিল্প স্থাপন করিয়াছেন অথবা অনুরূপ শিল্প স্থাপনের পরিকল্পনা করিয়াছেন এবং করপোরেশনের নিকট হইতে সাহায্য ও সহায়তা লাভ করিতে ইচ্ছুক, তিনি এইরূপ শিল্প নিবন্ধনের জন্য, প্রবিধানমালা দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, আবেদন করিবেন।

(২) যদি করপোরেশন এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, আবেদনকারী, প্রবিধানমালা দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, নিবন্ধনের জন্য আবশ্যকীয় শর্তাদি পূরণ করিয়াছেন, তাহা হইলে নিবন্ধনের আবেদন মঞ্জুর করা হইবে এবং শিল্পটি নিবন্ধিত হইবে।

(৩) শিল্প নিবন্ধনের বিষয়ের করপোরেশন আবেদনকারীকে নিবন্ধনপত্র প্রদান করিবে।

(৪) যদি করপোরেশন এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, শিল্পটি যে উদ্দেশ্যে নিবন্ধিত হইয়াছে উহার সেই অস্তিত্ব নাই, অথবা, ক্ষেত্রমত, নিবন্ধন প্রদানের তারিখ হইতে এক বৎসরের মধ্যে শিল্পটি স্থাপন করা হয় নাই, তাহা হইলে করপোরেশন কর্তৃক অনুরূপ শিল্প নিবন্ধন বাতিল করা যাইবে।

(৫) করপোরেশন, এই ধারার অধীন নিবন্ধিত শিল্পের আবেদনের ভিত্তিতে, নিম্নবর্ণিত সকল অথবা যে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে, যথাঃ-

(ক) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, খুচরা যন্ত্রাংশ, উপকরণ এবং কাঁচামালের চাহিদা;

(খ) যন্ত্রপাতি, খুচরা যন্ত্রাংশ, উপকরণ এবং কাঁচামালের আমদানি সংক্রান্ত প্রাধিকার;

(গ) সাপ্লাইয়ারস ক্রেডিটের শর্তাবলী;

(ঘ) রয়্যালটির শর্ত, কারিগরি জ্ঞান ও কারিগরি ব্যবহারিক জ্ঞান ও কারিগরী সহায়তা ফি ;

(ঙ) বিদেশী কর্মচারী নিয়োগ;

(চ) করপোরেশনের ভূসম্পত্তি (Estate) বরাদ্দকরণ;

(৬) করপোরেশন, এই ধারার অধীন নিবন্ধিত শিল্পের আবেদনের ভিত্তিতে, করপোরেশন এবং কর্তৃপক্ষ বা সংশ্লিষ্ট সংস্থার সহিত সম্পাদিত চুক্তিতে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে, বিদ্যুৎ পানি, গ্যাস এবং পয়ঃনিস্কাশন ও টেলিফোন সুবিধাদি প্রদানে সচেষ্ট থাকিবে।

২৬। আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সহিত করপোরেশনের চুক্তি করিবার ক্ষমতা।- করপোরেশন কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সহিত এই মর্মে চুক্তি সম্পাদন করিতে পারিবে যে, অনুরূপ আর্থিক প্রতিষ্ঠান, ঋণ প্রদানের ফলে সৃষ্ট ক্ষতি ও কু-ঋণ, যদি থাকে, এবং ঋণের সুদ করপোরেশন ও অনুরূপ আর্থিক প্রতিষ্ঠান পারস্পরিক সমতার ভিত্তিতে আনুপাতিক হারে বহন করিবার শর্ত সাপেক্ষে, ক্ষুদ্র, মাঝারি, মাইক্রো ও কুটির শিল্পের উদ্যোক্তাদেরকে সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে প্রণীত নীতিমালা ও বিধি-বিধানের আলোকে শর্ত সাপেক্ষে ঋণ প্রদান করিতে পারিবে।

ব্যাখ্যা- এই ধারায় **"আর্থিক প্রতিষ্ঠান"** বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকসহ যে কোন তফসিলভুক্ত ব্যাংক, লিজিং কোম্পানি বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং Bangladesh Bank Order, 1972 (P.O. No. 127 of 1972) এ সংজ্ঞায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠান অভিব্যক্তি যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে যে কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান।

২৭। ঋণ বা চাঁদার জামানত।- কোন ঋণ বা চাঁদা প্রদান করা যাইবে না, যদি না উহা স্থাবর বা অস্থাবর, কোন সম্পত্তির পণ, বন্ধক, দায়বদ্ধকরণ বা অনুরূপ সম্পত্তি স্বত্বনিয়োগ এবং উক্ত ঋণ বা চাঁদার বিপরীতে আনুপাতিক মূল্য দ্বারা পূর্ণ নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, ব্যক্তি পর্যায়ে এইরূপ ঋণ বা চাঁদা সর্বসাকুল্যে অনুর্ধ্ব এক লক্ষ টাকা হইলে উহা একজন জামিনদারসহ বন্ড দ্বারা সম্পাদিত হইবে।

২৮। কর প্রদান হইতে অব্যাহতি।- আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকার, সরকরি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, করপোরেশনকে তদ্‌কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কোন ভূ-সম্পত্তির জন্য অথবা এই আইনের অধীন নিবন্ধিত যে কোন ক্ষুদ্র মাঝারি, মাইক্রো ও কুটির শিল্পকে আপাতত বলবৎ কোন আইনের অধীন প্রদেয় কর, অভিকর (rate) বা টোল হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, করপোরেশন কর্তৃক এইরূপ অব্যাহতির প্রস্তাব পেশ না করা হইলে উহা মঞ্জুর করা হইবে না।

২৯। আয়কর এবং অধিকর (Super tax) সম্পর্কিত বিধান।- আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ (১৯৮৪ সনের ৩৬ নং অধ্যাদেশ) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে করপোরেশন উক্ত আইনে কোম্পানী অভিব্যক্তিটি যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে কোম্পানি বলিয়া গণ্য হইবে এবং আয়, মুনাফা ও অর্জনের উপর যথারীতি আয়কর, অধিকর প্রদানের জন্য দায়ী থাকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, ধারা ৫ বা ধারা ২১ এর উপ-ধারা (২) অনুসারে জামানতের বিপরীতে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ করপোরেশনের আয়, মুনাফা বা অর্জন হিসাবে গণ্য হইবে না, এইরূপ আয়, মুনাফা বা অর্জন হইতে করপোরেশন কর্তৃক ডিবেঞ্চার বা বন্ডের উপর প্রদত্ত সুদ ব্যয় হিসাবে বিবেচিত হইবে না।

৩০। ঋণের উপর সুদ।- করপোরেশন কর্তৃক প্রদত্ত ঋণের উপর আরোপিত সুদের হার, সময় সময়, সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে এবং প্রজ্ঞাপিত হইবে।

৩১। শর্তারোপের ক্ষমতা।- (১) ধারা ২০ এর অধীন যে কোন লেনদেনের সময়, করপোরেশন উহার স্বার্থ রক্ষার জন্য এবং উক্ত ঋণ, অবলেখন, চাঁদা বা অন্য যে কোন সহায়তার সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় বা সমীচীন শর্ত আরোপ করিতে পারিবে।

(২) যেক্ষেত্রে, সহযোগী প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা বোর্ডের ব্যবস্থাপনা কমিটিতে করপোরেশনের একজন পরিচালক নিয়োগের শর্তে সহায়তা প্রদান করা হয়, সেইক্ষেত্রে কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন), অথবা আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, অনুরূপ শর্ত কার্যকর হইবে।

৩২। নিষিদ্ধ ব্যবস্থা।- করপোরেশন-

(ক) এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধান ব্যতীত কোন আমানত (Deposits) গ্রহণ করিবে না; অথবা

(খ) সরকারের পূর্বানুমতি ব্যতীত, সীমিত দায়সম্পন্ন (limited liability) কোন কোম্পানির শেয়ার বা স্টক সরাসরি ক্রয় করিবে না।

৩৩। বৈদেশিক মুদ্রায় ঋণ প্রদান।- করপোরেশন কোন ব্যক্তিকে বৈদেশিক মুদ্রায় ঋণ বা অনুদান মঞ্জুরের উদ্দেশ্যে সরকারের পূর্বানুমতিক্রমে কোন আন্তর্জাতিক উন্নয়ন দাতা সংস্থা অথবা অন্য কোন উৎস হইতে অনুরূপ মুদ্রায় ঋণ ও অনুদান গ্রহণ করিতে পারিবে, এবং উক্ত সংস্থা বা ঋণদাতাকে বৈদেশিক মুদ্রায় মঞ্জুরীকৃত ঋণ এবং অনুদানের বিপরীতে করপোরেশন কর্তৃক গৃহীত সম্পূর্ণ বা আংশিক ঋণ জামানত হিসাবে পণ (pledged), বন্ধক (mortgaged), দায়বদ্ধকরণ (hypothecate) বা স্বত্বনিয়োগ (assigned) করিতে পারিবে।

৩৪। সমুদয় অর্থ তাৎক্ষণিক পরিশোধের দাবি করিবার ক্ষমতা।- (১) চুক্তিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যদি,-

(ক) দেখা যায় যে, বিশেষ ক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতা কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য ভুল বা বিভ্রান্তিকর; বা

(খ) ঋণগ্রহীতা করপোরেশনের সহিত সম্পাদিত ঋণচুক্তির কোন শর্ত ভঙ্গ করিয়াছেন ; বা

(গ) যে উদ্দেশ্যে ঋণ প্রদান করা হইয়াছিল তদ্ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে ঋণ বা উহার অংশবিশেষ ব্যবহৃত হইয়াছে; বা

(ঘ) যুক্তিসংগতভাবে প্রতীয়মান হয় যে, ঋণগ্রহীতা ঋণ পরিশোধে অসমর্থ হইবেন বা দেউলিয়া হইয়া যাইবেন (go into liquidation); বা

(ঙ) ঋণগ্রহীতা করপোরেশনের নিকট জামানত হিসাবে পণ, বন্ধক, দায়বদ্ধকরণ, স্বত্বনিয়োজিত সম্পত্তি সঠিক অবস্থায় না রাখেন অথবা নির্ধারিত হারের চাইতে অধিক হারে বন্ধকী সম্পত্তি অবচয় ধরা হইয়া থাকে এবং ঋণগ্রহীতা করপোরেশনের সন্তুষ্টির জন্য অতিরিক্ত জামানত প্রদানে ব্যর্থ হন; বা

(চ) বোর্ডের অনুমতি ব্যতিরেকে, ঋণের জামানত হিসাবে বন্ধকী ঘর, ভূমি বা অন্য সম্পত্তি বিক্রয় করা হয় বা ঋণগ্রহীতার তত্ত্বাবধানে থাকে; বা

(ছ) বোর্ডের অনুমতি ব্যতিরেকে, কোন যন্ত্রপাতি বা সরঞ্জাম প্রতিস্থাপন না করিয়া কারখানার যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম সরানো হয়; এবং

(জ) করপোরেশনের স্বার্থ রক্ষার্থে বোর্ড প্রয়োজন মনে করে এইরূপ অন্য যে কোন কারণে,

তাহা হইলে বোর্ড, এতদুদ্দেশ্যে বোর্ড কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি, ঋণ বা উহার অধীন প্রদেয় সুদ সংক্রান্ত ঋণের অপরিশোধিত সম্পূর্ণ অর্থ অথবা যে কোন ক্ষুদ্রতর অর্থ পরিশোধ করিবার জন্য অথবা করপোরেশনের স্বার্থ রক্ষার্থে বোর্ড কর্তৃক প্রয়োজনীয় নির্দেশনা পালনের জন্য ঋণগ্রহীতাকে নোটিশ দিতে পারিবে।

(২) এইরূপ নোটিশে ঋণ পরিশোধের সময়সীমা বা প্রদত্ত নির্দেশনা পালনের নির্দিষ্ট সময়সীমা উল্লিখিত থাকিবে এবং এই মর্মে আরও সতর্কতাসূচক বাণী থাকিবে যে, যদি ঋণগ্রহীতা দাবিকৃত ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হন অথবা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বোর্ডের নির্দেশনা পালনে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে বোর্ড ঋণগ্রহীতাকে ঋণ-খেলাপী হিসেবে ঘোষণা করিয়া একটি সনদ (certificate) প্রদান করিবে এবং উহা ঋণগ্রহীতার নিকট হইতে ভূমি রাজস্বের বকেয়া হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।

৩৫। আদায়যোগ্য অর্থের প্রত্যয়ন।- (১) যদি ঋণগ্রহীতা, ধারা ৩৪ এর অধীন নোটিশে উল্লিখিত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রদত্ত নির্দেশনা পালন করিতে, অথবা দাবিকৃত দেনা পরিশোধে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে বোর্ড বিধি দ্বারা নির্ধারিত ফরমে এবং পদ্ধতিতে ঋণগ্রহীতাকে ঋণখেলাপী হিসাবে ঘোষণাপূর্বক, এবং সনদ ইস্যুর তারিখে বা সনদের তারিখ পর্যন্ত করপোরেশনকে সুদসহ প্রদেয় মোট অর্থের পরিমাণ এবং সুদের হার উল্লেখপূর্বক একটি সনদ ইস্যু করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (৩) এর বিধান সাপেক্ষে, উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত সনদ এই মর্মে চূড়ান্ত সাক্ষ্য হইবে যে, প্রত্যায়িত অর্থ করপোরেশন কর্তৃক ঋণগ্রহীতার নিকট হইতে আদায়যোগ্য ছিল এবং উক্ত অর্থ বকেয়া ভূমি রাজস্ব হিসাবে অবিলম্বে আদায় করা হইবে।

(৩) ঋণগ্রহীতা উপ-ধারা (১) এর অধীন ইস্যুকৃত সনদের বিরুদ্ধে উক্ত সনদ ইস্যুর তারিখ হইতে ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে সরকারের নিকট আপিল দায়ের করিতে পারিবে এবং সরকার ইস্যুকৃত সনদ বাতিল বা সংশোধন করিতে পারিবে।

৩৬। করপোরেশনের দাবি কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে বিশেষ বিধান।- (১)আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইন বা চুক্তিতে বিপরীত যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যেক্ষেত্রে করপোরেশন ও ঋণগ্রহীতার মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি ভঙ্গের কারণে মেয়াদ পূর্তির পুর্বে করপোরেশন ঋণ ফেরত পাওয়ার অধিকারী হয়, অথবা ঋণগ্রহীতা মেয়াদ পূর্তির পর ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হন, অথবা ধারা ৩৫ এর অধীন সনদ প্রদান করা হয় এবং উহা ঋণগ্রহীতার বিপক্ষে কার্যকর থাকে, সেইক্ষেত্রে করপোরেশনের একজন কর্মকর্তা এতদুদ্দেশ্যে করপোরেশন কর্তৃক প্রদত্ত বিশেষ বা সাধারণ ক্ষমতাবলে এক টাকা কোর্ট ফি পরিশোধপূর্বক জেলাজজের বরাবরে যাহার এখতিয়ারাধীন যে এলাকায় ঋণ গ্রহীতার বাড়ী অথবা বন্ধকী শিল্প প্রতিষ্ঠান অবস্থিত অথবা, স্থাবর বা অস্থাবর যে কোন বন্ধকী সম্পত্তি যে এলাকায় অবস্থিত অথবা করপোরেশনের যেই শাখা অফিস হইতে ঋণ প্রদান করা হইয়াছে উহা যেই এলাকায় অবস্থিত, সেইক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত এক বা একাধিক সহায়তার জন্য আবেদন করিবেন, যথা-

(ক) পণ্য, বন্ধক, স্বত্বনিয়োগ বা ঋণের জামানত হিসাবে করপোরেশনের নিকট বন্ধকী সম্পত্তি অথবা ও তাহার জামানত বা উভয়কে যাহা ঋণগ্রহীতার নিকট হইতে পাওনা আদায় যথেষ্ট, এবং উহা বিক্রয়ের আদেশ; বা

(খ) প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা করপোরেশনে হস্তান্তর; বা

(গ) দফা (ক) এ উল্লিখিত সম্পত্তি বদল, হস্তান্তর, অথবা বিক্রয়ের উপর অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞা আরোপ।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন আবেদনপত্রে করপোরেশনের নিকট ঋণগ্রহীতার দায়ের পরিমাণ ও প্রকৃতি যে প্রেক্ষাপটে উহা প্রদান করা হইয়াছে, এবং এইরূপ অন্যান্য নির্ধারিত বিষয়াদি উল্লিখিত থাকিবে।

(৩) যেক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) অথবা দফা (গ) এ উল্লিখিত সহায়তার জন্য আবেদন করা হয়, সেইক্ষেত্রে জেলাজজ উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত সম্পত্তি অথবা ঋণগ্রহীতার অন্য কোন সম্পত্তি বা ঋণ পরিশোধের জন্য দায়ী ব্যক্তি অথবা উভয়কে সম্পত্তি যাহা জেলাজজ, যে কোন উপযুক্ত আদালতে করপোরেশনের পাওনা আদায়ের জন্য পর্যাপ্ত বলিয়া মনে করিবেন, উহা করপোরেশনের অনুমতি ব্যতীত ঋণগ্রহীতা অথবা নিশ্চয়তা প্রদানকারী কর্তৃক বদল, স্থানান্তর অথবা বিক্রয় করা হইতে বিরত রাখিবার জন্য অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা জারী করিবেন অথবা নিষেধাজ্ঞাবিহীন আদেশ জারী করিবেন।

(৪) যেক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এর দফা (খ) এ বর্ণিত সহায়তার জন্য আবেদন করা হয়, সেইক্ষেত্রে জেলাজজ ঋণগ্রহীতা বা তাহার নিশ্চয়তা প্রদানকারী বা উভয়কে সম্পত্তি হস্তান্তর, স্থানান্তর অথবা বিক্রয় করা হইতে বিরত রাখিবার জন্য অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞা মঞ্জুর করিবেন এবং ঋণগ্রহীতা অথবা নিশ্চয়তা প্রদানকারীকে, কেন বন্ধকী সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা করপোরেশনের নিকট হস্তান্তর করা হইবে না মর্মে তারিখ নির্ধারণপূর্বক, কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করিবেন।

(৫) উপ-ধারা (৩) বা উপ-ধারা (৪) এর অধীন আদেশ প্রদানের পূর্বে জেলাজজ, উপযুক্ত মনে করিলে, আবেদনকারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।

(৬) উপ-ধারা (৩) এর অধীন আদেশ প্রদানকালে জেলাজজ ঋণগ্রহীতা, অথবা, ক্ষেত্রমত, তাহার জামানত প্রদানকারীকে বা উভয়কে আদেশের কপিসহ, নোটিশ প্রদান করিতে পারিবেন এবং সাক্ষ্য প্রমাণাদিসহ যাহা উপ-ধারা (৩) এর অধীন আদেশ প্রদানকালে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে, কেন অন্তর্বর্তীকালীন ক্রোকের আদেশ বা নিষেধাজ্ঞা নিশ্চিত করা হইবে না তদমর্মে নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে কারণ দশানোর নোটিশ প্রদান করিবে।

(৭) উপ-ধারা (৪) এবং উপ-ধারা (৬) এর অধীন প্রদত্ত নোটিশে উল্লিখিত তারিখে বা উল্লিখিত তারিখের পূর্বে কারণ দর্শানো না হইলে জেলাজজ বন্ধকী প্রতিষ্ঠান করপোরেশনের নিকট হস্তান্তর অথবা উপ-ধারা (৩) এর অধীন ক্রোকী সম্পত্তি বিক্রয় করিবার আদেশ প্রদান করিবেন অথবা অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ কার্যকর করিবেন।

(৮) কারণ দর্শানো হইলে জেলাজজ করপোরেশনের দাবী তদন্তে অগ্রসর হইবেন, এবং

(৯) উপ-ধারা (৮) এর অধীন তদন্ত শেষে জেলাজজ নিম্নরূপ আদেশ প্রদান করিবেন।

(ক)বন্ধকী সম্পত্তি আটকের আদেশ অনুমোদন করিবেন অথবা ক্রোকী সম্পত্তি বিক্রয়ের আদেশ প্রদান করিবেন; বা

(খ) ক্রোকী সম্পত্তির অংশবিশেষ অবমুক্ত করিবার জন্য ক্রোকের আদেশ পরিবর্তন এবং অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়ে যদি তিনি সন্তুষ্ট হন যে, করপোরেশনের স্বার্থে বন্ধকী সম্পত্তি অবমুক্তকরণ; বা

(গ) বন্ধকী সম্পত্তি, ক্রোক ছাড়িয়া দেওয়া; বা

(ঘ) নিষেধজ্ঞার আদেশ অনুমোদন; বা

(ঙ) প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা করপোরেশনের নিকট হস্তান্তর অথবা হস্তান্তর না করিবার আদেশ:

তবে শর্ত থাকে যে, করপোরেশনের স্বার্থ রক্ষার জন্য জেলাজজ যেরূপ প্রয়োজন মনে করিবেন সেইরূপ আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন এবং তিনি যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন সেইরূপে মামলার খরচ ভাগ করিয়া দিতে পারিবেন:

আরও শর্ত থাকে যে, করপোরেশন যদি জেলাজজ কে এই মর্মে অবগত না করে যে, বন্ধকী কোন সম্পত্তি আটক করিবার জন্য আপিল দায়ের করা হইবে না, তাহা হইলে অনুরূপ আদেশ উপ-ধারা ১১ এ উল্লিখিত সময় অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত অথবা আপিল দায়ের করা হইলে হাইকোর্ট বিভাগে আপিল নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত, কোন আদেশ প্রদান কার্যকর হইবে না।

(১০) এই ধারার অধীন ক্রোক বা সম্পত্তির বিক্রয়ের আদেশ, যতদূর সম্ভব, দেওয়ানী কার্যবিধি, ১৯০৮ এ ক্রোক বা সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিধান অনুসারে এইরূপভাবে কার্যকর হইবে যেন করপোরেশন স্বয়ং ডিক্রিহোল্ডার;

(১১) উপ-ধারা (৭) বা উপ-ধারা (৯) দ্বারা সংক্ষুব্ধ যে কোন পক্ষ আদেশ জারির ষাট দিবসের মধ্যে হাইকোর্ট বিভাগে আপিল দায়ের করিতে পারিবেন এবং উক্ত আপিলের পরিপ্রেক্ষিতে পক্ষগণের শুনানি গ্রহণের পর, হাইকোর্ট যেইরূপ উপযুক্ত মনে করিবে সেইরূপ আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

৩৭। Act No. XVIII of 1891 এর প্রযোজ্যতা।- Bankers' Book Evidence Act, 1891 (Act No. XVIII of 1891) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, উক্ত আইনে ব্যাংক অভিব্যক্তিটি যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে করপোরেশন একটি ব্যাংক বলিয়া গণ্য হইবে।

৩৮। মুনাফা বণ্টন।- কু-ঋণ ও সন্দেহ ঋণ, সম্পত্তির হ্রাস এবং ব্যাংকার্স অন্যান্য বিষয় সংস্থানের পর, করপোরেশন ইহার নিট বাৎসরিক মুনাফা হইতে সংরক্ষিত তহবিল প্রতিষ্ঠা হইবে এবং লভ্যাংশ ঘোষণা করিতে পারিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, করপোরেশনের সংরক্ষিত তহবিল পরিশোধিত মূলধনের চাইতে কম হইবে এবং ধারা ৫ বা ধারা ২১ এর উপ-ধারা (২) অনুসারে সরকার কর্তৃক অর্থ পরিশোধিত না হওয়া পর্যন্ত লভ্যাংশের হার সরকার কর্তৃক প্রতিশ্রুত হারের অধিক হইবে নাঃ

আরও শর্ত থাকে যে, পূর্বোক্ত লভ্যাংশ প্রতিবৎসর ৫% এর অধিক হইবে না, এবং যদি কোন অর্থবৎসরে সংরক্ষিত তহবিল করপোরেশনের শেয়ার মূলধনের সমান হয় এবং লভ্যাংশ ঘোষণার পর উদ্বৃত্ত থাকে, তাহা হইলে উক্ত উদ্বৃত্ত সরকারকে প্রদান করিতে হইবে।

৩৯। সাধারণ সভা।- (১) প্রতি বৎসর বাৎসরিক হিসাব সমাপ্ত হইবার পর দুই মাসের মধ্যে করপোরেশনের সাধারণ সভা (অতঃপর বাৎসরিক সাধারণ সভা বলিয়া উল্লিখিত) অনুষ্ঠিত হইবে এবং এইরূপ সাধারণ সভা বোর্ড কর্তৃক অন্য যে কোন সময়ও আহবান করা যাইতে পারে।

(২) বাৎসরিক সাধারণ সভায় উপস্থিত শেয়ার হোল্ডারগণ বাৎসরিক হিসাব, করপোরেশনের পরিচালনা সম্পর্কিত বোর্ডের প্রতিবেদন, বার্ষিক স্থিতিপত্র এবং হিসাবের উপর নিরীক্ষকগণের প্রতিবেদন আলোচনা করিতে পারিবেন এবং তাহাদের মতামত সিদ্ধান্ত আকারে প্রকাশ করিতে পারিবেন, করপোরেশন অনুরূপ মতামত বিবেচনা করিবে এবং উপযুক্ত মনে করিলে উহা কার্যকর করিবে।

৪০। হিসাব ও নিরীক্ষা- (১) করপোরেশন যথাযথভাবে উহার হিসাব সংরক্ষণ করিবে এবং লাভ-ক্ষতির হিসাব ও স্থিতিপত্রসহ বার্ষিক হিসাব-বিবরণী প্রস্তুত করিবে এবং এইরূপ হিসাব সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক, সময় সময়, প্রদত্ত সাধারণ নির্দেশনা পালন করিবে।

(২) বাংলাদেশের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, অতঃপর ''মহা হিসাব নিরীক্ষক'' নামে অভিহিত, প্রতি বৎসর তহবিলের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদনের একটি করিয়া অনুলিপি সরকার ও বোর্ডের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(৩) করপোরেশনের হিসাব চাটার্ড একাউন্ট্যান্ট কর্তৃক নিরীক্ষিত হইবে যাহারা চার্টার্ড একাউন্ট্যান্ট অর্ডার, ১৯৭৩ এ চার্টার্ড একাউন্ট্যান্ট অভিব্যক্তিটি যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে চার্টার্ড একাউন্ট্যান্ট এবং তাহারা সরকার কর্তৃক উপযুক্ত পারিশ্রমিকে নিযুক্ত হইবেন। এবং উক্ত পারিশ্রমিক করপোরেশন কর্তৃক পরিশোধ করা হইবে।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন নিয়োগপ্রাপ্ত প্রত্যেক নিরীক্ষকগণকে করপোরেশনের বার্ষিক স্থিতিপত্র সরবরাহ করা হইবে এবং প্রত্যেক নিরীক্ষক তৎসংশ্লিষ্ট হিসাব ও রশিদসহ উহা পরীক্ষা করিবেন এবং করপোরেশন কর্তৃক রক্ষিত সকল হিসাব বহির তালিকা সরবরাহ করা হইবে এবং তাহারা এই সকল বহি, হিসাব অন্যান্য নথিপত্র যুক্তিসংগত সময়ে পরীক্ষা করিতে পারিবেন এবং এইরূপ সকল হিসাবের সহিত সংশ্লিষ্ট যে কোন পরিচালক বা কর্মকর্তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।

(৫) নিরীক্ষকগণ শেয়ার হোল্ডারগণের নিকট বাৎসরিক স্থিতিপত্র এবং হিসাবের উপর প্রতিবেদন পেশ করিবেন এবং তাহাদের প্রতিবেদন তাহারা এইমর্মে উল্লেখ করিবেন যে,তাহাদেরকে প্রদত্ত সর্বোচ্চ তথ্য ও ব্যাখ্যামত স্থিতিপত্রে করপোরেশনের কর্মকান্ডের সত্যতা ও সঠিক চিত্র প্রতিফলিত হইয়াছে এবং তাহাদের নিকট উপস্থাপিত করপোরেশন কর্তৃক সংরক্ষিত হিসাব বহি এবং বোর্ডের নিকট কোন ব্যাখ্যা চাহিয়া থাকিলে উহা প্রদান করা হইয়াছে কিনা এবং উহা সন্তোষজনক কিনা তদমর্মে মতামত প্রদান করিবেন।

(৬) সরকার, করপোরেশনের শেয়ার হোল্ডার ও পাওনাদারগণের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য করপোরেশন কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিষয়ের উপর মতামত প্রদানের জন্য, অথবা করপোরেশনের হিসাব নিরীক্ষার জন্য নিরীক্ষা পদ্ধতি পর্যাপ্ত কিনা তদমর্মে মতামত প্রদানের জন্য, এবং সরকার যে কোন সময় নিরীক্ষার আওতা সম্প্রসারণ, বৃদ্ধি অথবা জনস্বার্থে নিরীক্ষার বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণের জন্য নিরীক্ষকগণকে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(৭) করপোরেশন এবং প্রত্যেক সহযোগী প্রতিষ্ঠান এই ধারার অধীন নিরীক্ষার আওতাভুক্ত হইবে।

৪১। রিটার্ন।- (১) করপোরেশন, নির্ধারিত ফরমে, প্রত্যেক মাসের শেষ বৃহস্পতিবার উক্ত মাসের সম্পত্তি ও দায় সংশ্লিষ্ট বিবরণী দশ দিনের মধ্যে, অথবা বিনিময় দলিল আইন, ১৮৮১ অনুযায়ী, উক্ত দিন ছুটির দিন হইলে, পরবর্তী কার্যদিবসে শেয়ার হোল্ডারগণের নিকট সরবরাহ করিবে।

(২) করপোরেশন নির্ধারিত ফরমে, আর্থিক বৎসর সমাপ্ত হইবার দুই মাসের মধ্যে, উহার সম্পত্তি ও নিরীক্ষিত প্রতিবেদন সরকারের নিকট পেশ করিবে।

(৩) উহার সহিত উক্ত বৎসরের লাভ-ক্ষতির হিসাব এবং উক্ত বৎসরের করপোরেশনের পরিচালনা সংক্রান্ত প্রতিবেদন দাখিল করিতে হইবে, এই সকল বিবরণী, হিসাব এবং পরিচালনা সংক্রান্ত প্রতিবেদন সরকারি গেজেটে প্রকাশিত এবং সংসদে উত্থাপিত হইবে।

৪২। করপোরেশনের অবসায়ন।- করপোরেশনের অবসায়নের ক্ষেত্রে, কোম্পানি বা করপোরেশন অবসায়ন সম্পর্কিত কোন আইনের কোন বিধান প্রযোজ্য হইবে না এবং সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতি ব্যতীত, করপোরেশনের অবসায়ন হইবে না।

৪৩। পরিচালকগণের দায়মুক্তি।- (১) প্রত্যেক পরিচালক তাহার দায়িত্ব পালনকালে, ইচ্ছাকৃত কার্য ব্যতীত, তদকর্তৃক সংঘটিত সকল ক্ষতি ও ব্যয়ের জন্য দায়মুক্ত থাকিবেন।

(২) একজন পরিচালক অন্য কোন পরিচালক অথবা করপোরেশনের কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর কার্যের জন্য, করপোরেশনের পক্ষে গৃহীত বা অর্জিত জামানত বা বন্ধকী সম্পত্তির মালিকানা বা স্বত্বের অপর্যাপ্ততা বা অবমূল্যায়নের কারণে অথবা করপোরেশনের নিকট দায়ী ব্যক্তির ত্রুটির কারণে, অথবা সরল বিশ্বাসে কৃত ঈপ্সিত কার্যের জন্য করপোরেশনের ক্ষতি বা ব্যয় হইয়া থাকিলে, তজ্জন্য ব্যক্তিগতভাবে দায়ী হইবেন না।

৪৪। আনুগত্য ও গোপনীয়তা রক্ষার ঘোষণা।- করপোরেশনের প্রত্যেক পরিচালক, নিরীক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারী দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বে বিশ্বস্ততা ও গোপনীয়তা রক্ষার ঘোষণা প্রদান করিবেন।

৪৫। জনসেবক।- করপোরেশনের চেয়ারম্যান, পরিচালক, পরামর্শক, কর্মকর্তা বা কর্মচারী এই আইনের অধীন কার্যসম্পাদনকালে Penal Code, 1860 (Act No. XLV of 1860) এর section 21 এ Public Servant অভিব্যক্তিটি যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে Public Servant (জনসেবক) বলিয়া গণ্য হইবেন।

তৃতীয় অধ্যায়

ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্প উন্নয়ন, উদ্যোক্তা সৃষ্টি, সহায়তা, সুরক্ষা, ইত্যাদি

৪৬। ক্ষুদ্র, মাঝারি, মাইক্রো ও কুটির শিল্প উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন ও উন্নয়ন।- (১) সরকার, ক্ষুদ্র, মাঝারি, মাইক্রো ও কুটির শিল্প উন্নয়নের লক্ষ্যে নতুন পণ্য বা সেবার প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন ও উন্নয়নের নিমিত্ত গবেষণা কার্যক্রমকে উৎসাহিত করিবে এবং প্রয়োজনে, এতদ্‌সংক্রান্ত গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে।

(২) সরকার, ক্ষুদ্র, মাঝারি, মাইক্রো ও কুটির শিল্প উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন ও উন্নয়নের লক্ষ্যে বিধি দ্বারা নির্ধারিত যে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবে।

৪৭। ক্ষুদ্র, মাঝারি, মাইক্রো ও কুটির শিল্পে অবকাঠামোগত সহায়তা প্রদান।- সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন জারি করিয়া ক্ষুদ্র, মাঝারি, মাইক্রো ও কুটির শিল্পের জন্য সাধারণ বা বিশেষায়িত শিল্পাঞ্চল সৃষ্টিসহ নির্ধারিত অবকাঠামোগত সহায়তা প্রদান করিবে।

৪৮। ক্ষুদ্র, মাঝারি, মাইক্রো ও কুটির শিল্প কর্তৃক উৎপাদিত পণ্য বিপণন।- সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন জারি করিয়া ক্ষুদ্র, মাঝারি, মাইক্রো ও কুটির শিল্প কর্তৃক উৎপাদিত পণ্য আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশাধিকারে সহায়তা প্রদানসহ বাজারজাতকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করিবে এবং এতদসংক্রান্ত বিস্তারিত বিষয়াদি নির্ধারণ করিবে।

৪৯। বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পের সহিত ক্ষুদ্র, মাইক্রো ও কুটির শিল্পের ব্যবসায়িক সম্পর্ক (forward link) স্থাপন।- সরকার, বা ক্ষেত্রমত, করপোরেশন বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পে ক্ষুদ্র, মাইক্রো ও কুটির শিল্পজাত পণ্য সরবরাহের লক্ষ্যে বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পের সহিত ক্ষুদ্র, মাইক্রো ও কুটির শিল্পের ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপনে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করিবে এবং এতদসংক্রান্ত বিষয়াদি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৫০। ক্ষুদ্র, মাঝারি, মাইক্রো ও কুটির শিল্পের প্রচার ও প্রসার।- (১) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন জারি করিয়া ক্ষুদ্র, মাঝারি, মাইক্রো ও কুটির শিল্পের প্রচার ও প্রসারের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করিবে এবং এতদসংক্রান্ত বিস্তারিত বিষয়াদি নির্ধারণ করিবে।

(২) সরকার, ক্ষুদ্র, মাঝারি, মাইক্রো ও কুটির শিল্প কর্তৃক উৎপাদিত পণ্য সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি দপ্তরে ব্যবহারের জন্য, সময় সময়, নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে।

৫১। ক্ষুদ্র, মাঝারি, মাইক্রো ও কুটির শিল্প সংশ্লিষ্ট সমিতি, এসোসিয়েশন, ইত্যাদি।- ক্ষুদ্র, মাঝারি, মাইক্রো ও কুটির শিল্প সংশ্লিষ্ট সমিতি, এসোসিয়েশন, ইত্যাদি গঠন করা যাইবে এবং এতদসংক্রান্ত বিষয়াদি সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন জারি করিয়া নির্ধারণ করিবে।

৫২। ক্ষুদ্র, মাঝারি, মাইক্রো ও কুটির শিল্পের ব্যবসা রূপান্তর।- সরকার, ক্ষুদ্র, মাঝারি, মাইক্রো ও কুটির শিল্পের ব্যবসা রূপান্তরে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করিতে পারিবে এবং এতদসংক্রান্ত বিষয়াদি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৫৩। ক্ষুদ্র, মাঝারি, মাইক্রো ও কুটির শিল্পে মহিলা উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও সুরক্ষা প্রদান।- সরকার, ক্ষুদ্র, মাঝারি, মাইক্রো ও কুটির শিল্পে মহিলা উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও সুরক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে বিধি দ্বারা নির্ধারিত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

৫৪। ক্ষুদ্র, মাঝারি, মাইক্রো ও কুটির শিল্প স্থাপনে প্রণোদনা ও সহায়তা প্রদান।- (১) সরকার, শিল্প উদ্যোক্তাগণকে ক্ষুদ্র, মাঝারি, মাইক্রো ও কুটির শিল্প স্থাপনে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পরিমাণ ও পদ্ধতিতে কর অব্যাহতি, সুদবিহীন ঋণ প্রদান ও প্রয়োজনীয় লাইসেন্স ফি মওকুফসহ বিভিন্ন প্রণোদনা ও প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করিতে পারিবে।

(২) সরকার, ক্ষুদ্র, মাঝারি, মাইক্রো ও কুটির শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করিবার জন্য, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন জারি করিয়া, আর্থিক প্রণোদনাসহ প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করিতে পারিবে।

৫৫। ক্ষুদ্র, মাঝারি, মাইক্রো ও কুটির শিল্পের সহিত জড়িত কর্মীদের কল্যাণ।- সরকার, ক্ষুদ্র, মাঝারি, মাইক্রো ও কুটির শিল্পের সহিত জড়িত কর্মীদের কল্যাণার্থে শ্রমবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টিসহ প্রয়োজনীয় যে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবে এবং এতদসংক্রান্ত বিষয়াদি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৫৬। মানব সম্পদ উন্নয়ন ও উদ্যোক্তা সৃষ্টি।- সরকার, দেশকে দ্রুত শিল্পনির্ভর অর্থনীতিতে রূপান্তরের লক্ষ্যে, Entrepreneur Graduate Institutes বা অনুরূপ এক বা একাধিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে।

৫৭। ক্ষুদ্র, মাঝারি, মাইক্রো ও কুটির শিল্প উন্নয়ন ফান্ড।- (১) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প উন্নয়ন ফান্ড নামে এক বা একাধিক ফান্ড গঠন করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন গঠিত ফান্ড সরকার কর্তৃক প্রদত্ত আর্থিক মঞ্জুরির মাধ্যমে গঠিত হইবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন গঠিত ফান্ডের পরিচালনা ও ব্যবহার সংক্রান্ত বিষয়াদি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৫৮। উন্নত দেশে উত্তোরণে বিসিকের সামর্থ্য বৃদ্ধি।— সরকার উন্নত দেশের কাতারে উত্তোরণের লক্ষ্যে এসএমই খাতের কর্মকাণ্ডের যথার্থ বাস্তবায়নে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন এর সামর্থ্য বৃদ্ধিতে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে।

চতুর্থ অধ্যায়
অপরাধ

৫৯। অপরাধ।- (১) কোন ব্যক্তি, করপোরেশন বা সহযোগী প্রতিষ্ঠান হইতে ঋণ প্রাপ্তি অথবা অন্য কোন সুযোগ সুবিধা প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে, ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা বিবরণী প্রদান করিলে, অথবা জ্ঞাতসারে মিথ্যা বিবরণী ব্যবহার করিলে, অথবা করপোরেশনকে যে কোন প্রকারে মিথ্যা প্রতিবেদন গ্রহণ করিবার জন্য প্রবৃত্ত করিলে, তিনি অনুর্ধ্ব দুই বৎসরের কারাদণ্ড অথবা অনধিক পাঁচ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(২) কোন ব্যক্তি, করপোরেশন বা সহযোগী প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা বোর্ডের সদস্য বা কোন কমিটির সদস্য হইয়া দায়িত্ব সম্পাদনের সহিত সম্পর্কিত নহে এইরূপ কোন তথ্য প্রদান করিলে বা ব্যবহার করিলে, অথবা কোন ব্যক্তি কর্তৃক করপোরেশন বা সহযোগী প্রতিষ্ঠানের সহায়তা লাভের উদ্দেশ্যে আবেদন করা হইলে উক্ত ব্যক্তির নিকট অনুরূপ তথ্য প্রকাশ করিলে, তিনি অনুর্ধ্ব ছয় মাসের কারাদণ্ডে অথবা অনধিক তিন লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(৩) কোন আদালত, এতদুদ্দেশ্যে বোর্ডের নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষরিত লিখিত অভিযোগ ব্যতীত, এই আইনের অধীন শাস্তিযোগ্য কোন অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ করিবে না।

পঞ্চম অধ্যায়
বিধিমালা ও প্রবিধানমালা প্রণয়ন

৬০। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।- (১)।- সরকার, এই আইনের বিধানাবলী কার্যকর করিবার লক্ষ্যে, এই আইনের সহিত অসংগতিপূর্ণ নহে, এইরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে এবং পরবর্তী ধারার অধীন প্রণীত প্রবিধানমালা বিধিমালার সহিত অসংগতিপূর্ণ হইলে, বিধিমালা কার্যকর হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর সামগ্রিকতা ক্ষুণ্ন না করিয়া, নিম্নবর্ণিত বিষয়ে বিধিমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে, যথা:-

(ক) ক্ষুদ্র, মাঝারি, মাইক্রো ও কুটির শিল্প স্থাপনে প্রণোদনা;

(খ) ক্ষুদ্র, মাঝারি, মাইক্রো ও কুটির শিল্প উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন ও উন্নয়ন;

(গ) ক্ষুদ্র, মাঝারি, মাইক্রো ও কুটির শিল্পের ব্যবসা রূপান্তর সংক্রান্ত;

(ঘ) ক্ষুদ্র, মাঝারি, মাইক্রো ও কুটির শিল্পের মানব সম্পদ উন্নয়ন সংক্রান্ত;

(ঙ) ক্ষুদ্র, মাঝারি, মাইক্রো ও কুটির শিল্পে মহিলা উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও সুরক্ষা প্রদান সংক্রান্ত;

(চ) বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পে ক্ষুদ্র , মাইক্রো ও কুটির শিল্পজাত পণ্য সরবরাহের লক্ষ্যে বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পের সহিত ক্ষুদ্র, মাইক্রো ও কুটির শিল্পের ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপন সংক্রান্ত;

(ছ) ক্ষুদ্র, মাঝারি, মাইক্রো ও কুটির শিল্পের সহিত জড়িত কর্মীদের কল্যাণ সংক্রান্ত; এবং

(জ) এই আইনের সমর্থনে অন্যান্য যেকোনো বিষয়;

৬১। প্রবিধানমালা প্রণয়নে বোর্ডের ক্ষমতা।- (১) বোর্ড সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, এই আইনের বিধানাবলী কার্যকর করিবার লক্ষ্যে, এই আইন বা এই আইনের অধীন প্রণীত বিধিমালার সহিত অসংগতিপূর্ণ নহে, এইরূপ প্রয়োজনীয় প্রবিধানমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর সামগ্রিকতা ক্ষুণ্ন না করিয়া, নিম্নবর্ণিত বিষয়ে প্রবিধানমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে, যথা:-

(ক) করপোরেশনের প্রথম শেয়ার বণ্টনের পদ্ধতি ও শর্ত

(খ) করপোরেশনের শেয়ার ধারণ ও হস্তান্তরের পদ্ধতি এবং শর্ত, এবং সাধারণত শেয়ার হোল্ডারগণের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কিত সকল বিষয়;

(গ) সাধারণ সভা আহ্বানের পদ্ধতি, উহাতে অনুসরণীয় পদ্ধতি এবং ভোটাধিকার প্রয়োগের পদ্ধতি;

(ঘ) বোর্ডের সভা আহ্বান, সভায় উপস্থিতির জন্য পারিশ্রমিক এবং কার্যপরিচালনা;

(ঙ) করপোরেশন কর্তৃক বন্ড এবং ডিবেঞ্চার ইস্যু এবং পুনঃক্রয়ের (Redemption) পদ্ধতি ও শর্ত;

(চ) করপোরেশন কর্তৃক ঋণ মঞ্জুরির পদ্ধতি;

(ছ) ধারা ২৭ এর অধীন গৃহীত জামানতের পর্যাপ্ততা নিরূপণের ফরম ও পদ্ধতি;

(জ) করপোরেশন কর্তৃক বিদেশি দাতাদের নিকট হইতে বৈদেশিক মুদ্রায় ঋণ ও অনুদান গ্রহণের পদ্ধতি এবং শর্ত;

(ঝ) এই আইনের অধীন প্রয়োজনীয় রিটার্ন বিবরণীর ফরম;

(ঞ) করপোরেশনের কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং এজেন্টদের চাকরির শর্ত ও কর্তব্য;

(ট) ঋণের জন্য আবেদনের ক্ষেত্রে বোর্ডের পরিচালক কর্তৃক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে করপোরেশনের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় প্রকাশ করা;

(ঠ) করপোরেশনের সহিত সম্পাদিত চুক্তি ভঙ্গের কারণে কোন সহযোগী করপোরেশন বা কোম্পানি বা সমবায় সমিতির দায়িত্ব গ্রহণ বা ব্যবস্থাপনা গ্রহণ;

(ড) নির্ধারিত ফরমে করপোরেশন এবং ইহার সহযোগী প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক আয় ও ব্যয়ের হিসাব প্রস্তুতকরণ এবং নির্ধারিত তারিখে পরিচালনা পর্ষদের নিকট প্রেরণ এবং উহা অনুমোদনের জন্য সরকার বরাবরে পেশ করা; এবং

(ঢ) সাধারণত করপোরেশনের কার্যাবলীর সুষ্ঠু পরিচালনা এবং সহযোগী প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী পরিচালনা।

(ণ) করপোরেশন কর্তৃক পরামর্শক, উপদেষ্টা, আইন উপদেষ্টা ও প্যানেলভুক্ত আইনজীবী নিয়োগ বা নিযুক্তির পদ্ধতি, শর্তাবলী, ইত্যাদি সংক্রান্ত; এবং

(ত) এই আইন ও প্রণিতব্য বিধিমালার সমর্থনে যেকোনো বিষয়;

৩। এই আইনের অধীনে প্রণীত সকল প্রবিধানমালা সরকারি গেজেটে প্রকাশিত হইবে এবং অনুরূপ প্রকাশনার পর কার্যকর হইবে;

ষষ্ঠ অধ্যায়
বিবিধ

৬২। অন্যান্য সংস্থার সহযোগিতা।- করপোরেশন, দেশব্যাপী ক্ষুদ্র, মাইক্রো, কুটির ও মাঝারি শিল্প স্থাপন এবং হস্তশিল্প উদ্যোক্তা উন্নয়ন, দক্ষতা প্রশিক্ষণ এবং বিপণন কার্যক্রমে যে কোন সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা চাহিতে পারিবে এবং এইরূপ সহযোগিতা চাওয়া হইলে, উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ সহযোগিতা প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবে।

৬৩। ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ ।- এই আইন প্রবর্তনের পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের ইংরেজিতে অনূদিত একটি পাঠ প্রকাশ করিবে, যাহা এই আইনের অনূদিত ইংরেজি পাঠ (Authentic English Text) নামে অভিহিত হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এই বাংলা পাঠ ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে এই বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে ।